যুগান্তর

04 DEC 2005

ছাত্রলীগের ধর্মঘট স্থগিত

চবিতে পুলিশ ও শিবিরের হামলায় আহত ১১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পুলিশ ও শিবিরের হামলায় ১৭ জন আহত হয়েছে।

জানা যায়, লাগাতার অবরোধের সমর্থনে ছাত্রলীগ কর্মীরা গতকাল শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গামী প্রথম ট্রেনটি সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বড়দীঘির পাড় এলাকার কাছে আটকে দেয়। এর প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বড়দীঘির পাড় এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে। এ খবর পেয়ে প্রায় আধঘণ্টা পর হাটহাজারী থানার ওসি মাহফুজের নেতৃত্বে এক গাড়ি পুলিশ এসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে ৬ জন ছাত্র আহত হয়। এর প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ওসি মাহফুজের বহিষ্কারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুপুর সাড়ে বারটায় মিছিল বের করলে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নেতাকর্মীরাও এতে অংশগ্রহণ করে।

শিবির কর্মীরা খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাদের অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও ছাত্রফ্রন্ট নেতাকর্মীদের ওপর তারা হামলা চালায়। এতে দু' শিবির কর্মীসহ ১১ জন আহত হয়। আহতরা হলেন- জাহিদ, শ্যামল, রিতা, আজাদ, কাঞ্চন, প্রবীর, রিক্তা, মনি, দিপা এবং সুমন। শিবির কর্মীদের নাম জানা যায়নি। প্রক্টর ড. আল আমিন সেখানে উপস্থিত থাকায় তিনি পরিস্থিতি শান্ত করেন।

ছাত্রফ্রন্ট নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, প্রশাসনের

হামলা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

হামলা : শিবিরের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মদদে এবং প্রক্টরের উপস্থিতিতে শিবির কর্মীরা এ হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে তারা দেড়টার দিকে উপাচার্যের অফিস ঘেরাও করলে উপাচার্য এহেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী তাদের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন।

এ ব্যাপারে প্রক্টর ড. আল আমিন বলেন, আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনি। এখানে অন্য কিছু ভাবার কোন কারণ নেই। পুলিশের হামলার ব্যাপারে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে না জানিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালানোর জন্য আমরা এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করেছি।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙচুরের প্রতিবাদে চবি ছাত্রলীগের লাগাতার অবরোধ নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে চবি শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ তাদের লাগাতার ধর্মঘট আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে।